কুষ্টিয়ায় পুলিশ হেফাজতে কলেজ ছাত্রী সুমাইয়া সুলতানা সীমা ও তাঁর মা আলেয়া আক্তারকে ৬দিন আটক রেখে বৈদ্যুতিক শক ও দৈহিক নির্যাতন করার অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০ টায় রাজবাড়ী জেলার রাজবাড়ী পৌরসভার ১ নম্বর বেড়াডাঙ্গা মহল্লার বাসিন্দা মৃত সালাম মোল্লার স্ত্রী আলেয়া আক্তার (৫০) এবং মেয়ে সুমাইয়া সুলতানা সীমাকে (১৮) কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার পুলিশ সদস্যরা কোন মামলা ছাড়াই আটক করে নিয়ে যায়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে থানা পুলিশ ও ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁদের দু'জনকে ৬দিন আটকে রেখে বৈদ্যুতিক শক দেয় এবং মেয়েকে দৈহিক নির্যাতন করে। পরে ডিবি পুলিশ সদস্যরা মা ও মেয়েকে কুমারখালী থানায় পাঠায়। কুমারখালী থানার ওসি (অফিসার ইনচার্জ) মোঃ আব্দুর রাজ্জাক মা ও মেয়েকে ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ১১.১৫ টায় ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে কুষ্টিয়া আমলী আদালত নম্বর-৩ এ চালান দেয়। আলেয়া ও সীমা ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ আদালত থেকে জামিনে ছাড়া পান। ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ মা ও মেয়ের নির্যাতনের খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ মা ও মেয়ে আদালতে হাজিরা দিতে এলে আদালত তাঁদের অব্যাহতি দেয়। কিন্তু পত্রিকায় খবর প্রকাশিত হওয়ার কারণেই একইদিন পুলিশ সদস্যরা একটি হত্যা মামলার সন্দেহজনক অভিযুক্ত হিসেবে গ্রেপ্তার দেখিয়ে তাঁদের আদালতে হাজির করলে আদালত তাঁদের জেল হাজতে পাঠান।

তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, সীমার বাবার বাড়ী ছিল কুষ্টিয়া জেলার খোকসা থানার ৯ নম্বর আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের বাড়ইপাড়া গ্রামে। এছাড়া সীমার বাবা ছিলেন আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল ইসলাম এর প্রতিপক্ষ। প্রায় চার বছর আগে তাঁর বাবা সালাম মোল্লা সন্ত্রাসীদের হাতে মারা গেলে সীমা তাঁর মা ভাই বোনদের নিয়ে নিয়ে রাজবাড়ী জেলায় সীমার নানার বাড়ীর কাছে বেড়াডাঙ্গা মহল্লায় বাড়ী করে বসবাস করতে থাকেন। সীমা ডাঃ আবুল হোসেন মহাবিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর মাববিক বিভাগের ছাত্রী।

২৮ আগাস্ট ২০১২ কে বা কারা চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামকে হত্যা করে। পুলিশ সন্দেহ করে যে, সীমা ও সীমার ভাই আরিফ হোসেন (১৪) এবং সীমার মা আলেয়া আক্তার চেয়ারম্যানকে হত্যা করেছে।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নির্যাতিত আলেয়া আক্তার ও সুমাইয়া সুলতানা সীমা

- প্রত্যক্ষদর্শী এবং
- আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

সুমাইয়া সুলতানা সীমা (১৮), ভিকটিম

সুমাইয়া সুলতানা সীমা অধিকারকে বলেন, পুলিশ সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যে শারীরিক নির্যাতন করেছে তা শরীরের পোশাক খুলে দেখানো সম্ভব নয়। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে কারো কাছে কিছু বলতে নিষেধ করেছে। সীমা এ ব্যাপারে আর কোন কথা বলতে চাননি। তিনি নির্যাতনের বিষয়ে জানতে তাঁর মা আলেয়া আক্তারের সঙ্গে কথা বলতে বলেন।

আলেয়া আক্তার (৫০), সীমার মা এবং নির্যাতিত

আলেয়া আক্তার অধিকারকে জানান, প্রায় চার বছর আগে তাঁর স্বামী সালাম মোল্লা সন্ত্রাসীদের হাতে মারা যান। তখন থেকে তিনি তাঁর মেয়ে রুমা আক্তার, সুমাইয়া সুলতানা সীমা এবং ছেলে আরিফ হোসেনকে নিয়ে তাঁর বাবার বাড়ী রাজবাড়ী জেলায় বেড়াডাঙ্গা মহল্লায় বাড়ী করে বসবাস করতে থাকেন।

৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০টায় একজন লোক খোকসা থানার পুলিশ সদস্য বলে পরিচয় দিয়ে ঘরের দরজা খুলতে বলে। তিনি ঘরের দরজা খুলে দেখেন, অস্ত্র হাতে ১০/১২ জন পুলিশ সদস্য একটি মাইক্রোবাস নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একজন পুলিশ সদস্য তাঁর ছেলে আরিফ হোসেনকে খোঁজে। তিনি আরিফকে খোজার কারণ জানতে চাইলে এক পুলিশ সদস্য বলে,ওতোর ছেলে আরিফ কুষ্টিয়ার আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নুরুল ইসলামকে ২৮ আগস্ট ২০১২ হত্যা করেছে। তোর ছেলেকে বের করে দে। তিনি বলেন, আরিফ বাসায় নেই। তখন পুলিশ সদস্যরা পুরো ঘরে তল্লাসীর নামে তছনছ করে। আরিফকে না পেয়ে তাঁকে এবং তাঁর দুই মেয়ে রুমা আক্তার ও সুমাইয়া সুলতানা সীমাকে মাইক্রোবাসে উঠতে বলে। তারা না ওঠায় দুইজন পুলিশ সদস্য রুমাকে দুইহাত ধরে ঘর থেকে টেনে মাইক্রোবাসের দিকে নিয়ে যায়। রুমা পুলিশ সদস্যদের পায়ে ধরে কান্নাকাটি করে বলে, তার একটি সন্তান আছে, তাছাড়া তাকে থানায় নেয়া হলে তার স্বামী তাকে তালাক দিয়ে দেবে এবং তার সংসার নষ্ট হয়ে যাবে। তখন পুলিশ সদস্যরা রুমা আক্তারকে রেখে আলেয়া আক্তারকে মাইক্রোবাসে তোলে।

আলেয়া আক্তারের বৃদ্ধা মা মরিয়ম বেগম (৭০) তাঁকে বুকে জরিয়ে ধরে পুলিশ ভ্যানে তুলতে বাধা দিলে পুলিশ সদস্যরা মরিয়ম বেগমকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দেয় এবং আলেয়া আক্তারকে রাস্তায় থাকা মাইক্রোবাসে তুলে হাতকড়া পড়ায়। পরে পুলিশ সদস্যরা সীমাকেও টেনে হিচঁরে মাইক্রোবাসে তোলে। একজন পুলিশ সদস্য সীমার বোরকা ও ওড়না খুলে ফেলে। পরে দুইজন পুলিশ সদস্য সীমাকে পেছনের সীটে নিয়ে সীমার গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে বসে। প্রথমে তাঁদেরকে খোকসা থানায় নেয়া হয়। দিনের বেলায়

জিজ্ঞাসাবাদের নামে তাঁকে এবং সীমার দুই হাতে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়। পুলিশ সদস্যরা তাঁদের দুইজনকে লাঠি দিয়ে কোমরে ও পায়ে পেটায়। জিজ্ঞাসাবাদের নামে কথায় কথায় পুলিশ সদস্যরা চর থাপ্পড় মারে। যখন তখন থানা হাজতে নেয়, আবার বাইরে নিয়ে পুলিশ ভ্যানে তুলে অজ্ঞাত জায়গায় ঘুরিয়ে আনে। পুলিশ সদস্যরা দুই জনকেই গালিগালাজ করে। খোকসা থানা হাজতে গোসলের কোন ব্যবস্থা ছিল না, পড়নের কাপড় পরিবর্তন করার কোন সুযোগ ছিল না, টয়লেটের পানি খেতে হতো, ঘুমানোর মত ব্যবস্থা ছিল না, গরমে তিনি ও তার মেয়ে অতিষ্ট হয়ে উঠতেন। ঠিকমত খাবার না পাওয়ায় তিনি অসুস্থ্য হয়ে পরেন। যেহেতু মহিলা পুলিশ তাঁর দায়িত্বে ছিল না, সেহেতু ব্যক্তিগত সমস্যাগুলো কোন পুরুষ পুলিশ সদস্যদের বলতে পারেননি। তাঁর সামনেই যখন সীমাকে বৈদ্যুতিক শক দিতো, সীমা মাগো বলে আর্তচিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলতো। সীমাকে হাতের আঙ্গুলগুলোতে সুঁই ঢুকিয়ে দেয়া হতো। মাঝে মাঝে কয়েকজন পুলিশ সদস্য এসে জানতে চাইতো, তাঁর ছেলে আরিফ কোথায় এবং আরিফকে পেলেই তাঁদের ছেড়ে দেয়া হবে। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ আমবাড়িয়ার বাড়ইপাড়া থেকে তাঁর এক ভাতিজী পিয়ারী খাতুন প্রিয়াকে পুলিশ সদস্যরা খোকসা থানায় নিয়ে আসে। প্রিয়া এবং সীমাকে একই কায়দায় বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়। প্রিয়াকে তাঁর মোবাইল ফোন দিয়ে পুলিশের পছন্দ মত বিভিন্ন যুবকের সঙ্গে প্রেম আলাপ করতে বাধ্য করে। প্রিয়া যেই ছেলের সঙ্গে কথা বলতো তাকেই রাতে ধরে থানা হাজতে এনে নির্যাতন করে আবার ছেড়ে দেয়া হতো। এভাবে চলতে থাকে নির্যাতন। ২দিন পার হলে প্রিয়াকে থানা হাজতে রেখে তাঁদের দুইজনকে কুষ্টিয়া পুলিশ লাইনের গোয়েন্দা শাখা পুলিশের (ডিবি) কার্যালয়ে নেয়া হয়।

আলেয়া আক্তার অধিকারকে আরো বলেন, ডিবির কার্যালয়ে তাঁকে এবং সীমাকে রাখা হয় অস্ত্রাগারের পাশে অন্ধকার একটি ঘরে। পাশের আরেকটি ঘরে ছিল তাহেরপুর গ্রামের আলতাফ হোসেন মাস্টারের স্ত্রী হুসনে আরা। পুলিশ সদস্যরা শারীরিক নির্যাতনের পাশাপাশি দিনের বেলায় এক হাতের হাতহড়া খুলে দিয়ে তাঁকে দিয়ে অফিসের প্রতিটি ঘর ঝাড়ু দেয়া, ঘর মোছানো, পুলিশ সদস্যদের সাদা পোষাক ধোয়াসহ যাবতীয় গৃহস্থালী কাজ করাতে বাধ্য করতো। মাঝে মাঝে একজন করে পুলিশ সদস্য সেই কক্ষে এসে সীমাকে নিয়ে যেত এবং প্রায় ৩/৫ ঘন্টা পর আবার নিয়ে আসতো। তখন সীমার মাথার চুল এলোমেলো থাকতো, তল পেটের ব্যথায় মাগো মাগো বলে কান্নাকাটি করতো এবং সীমাকে খুবই ক্লান্ত দেখাতো। সীমার পড়নের জামা কাপড় ছেঁড়া ছিল। সীমা ঘরে ঢুকেই মেঝেতে পরে চিৎকার করে বলতো,ঃমা রে আমাকে একটু উচু করে তুলে ধর, আমি ছাদের ফানের হুকের সঙ্গে ফাঁসি দিতে চাই। আমি আর নরপশু পুলিশের নির্যাতন সহ্য করতে পারছিনা।ঃ একজন একজন করে পুলিশ সদস্য সীমাকে শেষ করে দিয়েছে। এভাবে তিনদিন সীমা আত্মহত্যা করার জন্য আপ্রান চেষ্টা করছে। তিনি অভিযোগ করেন, ডিবির এএসআই মাসুদ সীমাকে নিয়ে যেতো এবং অসংলগ্ন অবস্থায় ফেরত নিয়ে আসতো।

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাতে তাঁকে ও সীমাকে নেয়া হয় কুমারখালী থানায়। রাতে তাঁদের দুইজনকে নতুন উপায়ে নির্যাতন করা হয়। পুলিশ সদস্যরা থানা হাজত থেকে বের করে এনে তাঁর নাকে গরম পানি ঢালতে চায়, কিন্তু তিনি অনেক অনুরোধ করার কারণে শেষ পর্যন্ত তারা তা করেনি। পরে পুলিশ সদস্যরা তাঁর এবং সীমার স্পর্শকাতর স্থানে কাঁচা মরিচ দেয়ার চেষ্টা করে।

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তাঁকে এবং সীমাকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়। তিনি বলেন, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ আদালত থেকে জামিন নিয়ে বাসায় যান। পরবর্তী হাজিরার তারিখঃ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ বলে জানান।

মরিয়ম বেগম (৭০), সীমার নানী

মরিয়ম বেগম অধিকারকে জানান, ৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ৩.০০টায় পুলিশ সদস্যরা এসে তাঁর মেয়ে আলেয়া ও নাতনী সীমাকে ধরে নিয়ে যেতে চায়। তিনি পুলিশ সদস্যদের কাছে ধরে নেয়ার কারণ জানতে চাইলে পুলিশ সদস্যরা গালিগালাজ করতে থাকে এবং তাঁকে ধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়ে তাঁর মেয়ে আলেয়া এবং নাতনী সীমাকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়। তাছাড়া সীমাকে নেয়ার সময় সীমা বোরকা পড়া অবস্থায় ছিল। পুলিশ সদস্যরা সীমার বোরকা এবং ওড়না খুলে ফেলে। দুই পুলিশ সদস্য সীমারে দুইপাশে বসে তাকে ধরে নিয়ে যায়।

পিয়ারী খাতুন প্রিয়া (১৮), সীমার চাচাতো বোন

পিয়ারী খাতুন প্রিয়া অধিকারকে জানান, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ রাত আনুমানিক ২.০০টায় খোকসা থানার পুলিশ সদস্যরা শীলা নামে তাঁর এক চাচীর খবর জানার জন্য তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। তিনি দেখতে পান, ৯ নম্বর আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল ইসলাম হত্যা মামলার অভিযুক্তদের ধরার অভিযান চালিয়ে বাড়ইপাড়া, তাহেরপুরসহ কয়েক গ্রামের কয়েকজন পুরুষ ও মহিলাকে ধরে এনে থানায় জিজ্ঞাসাবাদ করে এরপর ছেড়ে দিচ্ছে।

তিনি দেখেন, মহিলা হাজতে তাঁর চাচী আলেয়া খাতুন ও চাচাতো বোন সীমাও সেখানে রয়েছে। তার চাচী এবং সীমাকে দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে হাজত থেকে বের করে আবার সেখানে নিয়ে-আসতে দেখেন তিনি। ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.০০টায় এক পুলিশ সদস্য তাঁর সামনেই সীমাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে দুই হাত চেয়ারের হাতলে ঁেবধে চেয়ারম্যানের হত্যাকারী কারা এবং তাদের নাম জানতে চায়। এ ব্যাপারে সীমা কিছুই জানে না বলে জানালে সঙ্গে সঙ্গেই তার দুই হাতে বৈদ্যুতিক শক দেয়। সীমা মাগো, বাবাগো আমাকে বাচাঁও বলে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে। সীমা যখন কাঁদছিল তখন ঐ পুলিশ সদস্য কান্না বন্ধ করতে সীমার মুখ চেপে ধরে গালিগালাজ করে। তাঁর সামনেই কয়েক ঘন্টা এভাবে নির্যাতন চলে। পুলিশ সদস্য সীমার কাছে জানতে চায়, সীমার ভাই আরিফ চেয়ারম্যান হত্যার পর তার গলা

কেটেছে, সেই আরিফকে কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে। আরিফকে বের করে না দিলে সীমাকে ক্রসফায়ারের নামে হত্যা করা হবে বলে হুমকি দেয়। এছাড়া তার চাচী আলেয়াকে একই প্রশ্ন করে একই কায়দায় নির্যাতন করা হয়।

আলেয়া ও সীমার সামনে প্রিয়াকেও নির্যাতনের ভয় দেখানো হয়। দুইদিন পর ডিবি পুলিশ সদস্যরা তাঁর চাচী ও সীমাকে সেখান থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যায়। তিনি বলেন, থানা হাজতে নির্যাতনের কথা কাউকে বললে পুলিশ তাঁকে আবারও ধরে নিয়ে নির্যাতন করবে বলে হুমকি দেয়।

হুসনে আরা (৫০), স্বামীঃ আলতাফ হোসেন মাস্টার, গ্রামঃ তাহেরপুর, খোকসা থানা, কুষ্টিয়া

হুসনে আরা অধিকারকে বলেন, নুরুল ইসলাম চেয়ারম্যান হত্যা মামলায় অভিযুক্ত সন্দেহে তাঁর ভাই তোফাজ্জল হোসেন তোফাকে খুঁজতে এসে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে ধরে নিয়ে যায়। বিনা মামলায় তাঁকে একদিন খোকসা থানায় আটকে রাখে এবং পরে কুষ্টিয়া ডিবি পুলিশ অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে তিনি দেখেন, তাঁর আত্মীয় আলেয়া ও আলেয়ার মেয়ে সীমাকে আটকে রাখা হয়েছে। মাঝে মাঝে পুলিশ সদস্যরা সীমা ও আলেয়াকে বৈদ্যুতিক শক দিতো এবং চর থাপ্পড় মারতো। কখনও সীমাকে ডিবি অফিস থেকে বের করে নিয়ে যেত এবং কয়েক ঘন্টা পর আবার নিয়ে আসতো। তখন সীমাকে অস্থির দেখাতো এবং সে ছটফট করতো। সীমা পুলিশ সদস্যদের নির্যাতন সইতে না পেরে আত্মহত্যা করতে চাইতো। তিনি দেখেন, প্রায়ই আলেয়ার হাতকড়া খুলে দিয়ে ডিবি অফিসের ঘরগুলো মোছাতো এবং পুলিশ সদস্যদের ব্যবহৃত সাদা পোষাকগুলো ধোয়াতো। পুলিশ সদস্যরা তাঁদেরকে সারাক্ষণ গালিগালাজ করতো। তিনি বলেন যে, পুলিশ সদস্যরা আরো যে সব নির্যাতন তাঁদের ওপর করেছে তা বলা যাবে না। যে কোন সময় পুলিশ আবার ধরে নিয়ে নির্যাতন করবে এবং গুলি করে হত্যা করে ক্রসফায়ার হয়েছে বলে চালিয়ে দেবে এই ভয়ে তাঁরা আছেন। এ অবস্থা থেকে পুলিশ সদস্যরা তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে পুলিশ লাইনে নেয়ার পর সীমা ও আলেয়ার সঙ্গে তাঁর আর দেখা হয়নি।

মুহাম্মদ সোহেল হাসান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, খোকসা উপজেলা পরিষদ, কুষ্টিয়া

মুহাম্মদ সোহেল হাসান অধিকারকে বলেন, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০১২ তিনি এক লোকের কাছ থেকে জানতে পারেন, ৯ নম্বর আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল ইসলাম হত্যা মামলার অভিযুক্তদের ধরার অভিযান চালিয়ে খোকসা থানার পুলিশ সদস্যরা কয়েকদিন ধরে কয়েকজন মেয়েকে কোন কারণ ছাড়াই থানায় আটক করে রেখেছিল।

হরেন্দ্র নাথ সরকার, অফিসার ইনচার্জ, খোকসা থানা, কুষ্টিয়া

হরেন্দ্র নাথ সরকার অধিকারকে বলেন, ১১ সেপ্টেম্বর ২০১২ অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জয়নুল আবেদীন থানায় আসেন এবং চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম হত্যা মামলার সন্দেহভাজন অভিযুক্তদের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনেন। এই সময় তিনি অফিসিয়াল কাজে রাজবাড়ীতে ছিলেন। তবে আলেয়া ও সীমাকে বৈদ্যুতিক শক দেয়া হয়েছে কিনা তা তিনি জানেন না। কিন্তু তিনি থানায় এসে শুনেছেন আলেয়া ও সীমাকে ডিবি পুলিশ সদস্যরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এ ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত জানার জন্য অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জয়নুল আবেদীনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেন।

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, অফিসার ইনচার্জ, কুমারখালী থানা, জেলাঃ কুষ্টিয়া

মোঃ আব্দুর রাজ্জাক অধিকারকে বলেন, খোকসা থানা ও ডিবি পুলিশ সদস্যরা আলেয়া ও সীমা নামে দুইজনকে থানা হেফাজতে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল। ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ তাঁদেরকে ৫৪ ধারায় গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কুষ্টিয়া আমলী আদালত নম্বর-৩ এ চালান দেয়া হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য তিনি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জয়নুল আবেদীনের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন।

মোঃ জয়নুল আবেদীন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, কুষ্টিয়া

মোঃ জয়নুল আবেদীন অধিকারকে বলেন, কাউকে ধরে এনে নির্যাতন করা হয়েছে কিনা এ বিষয়ে তিনি জানেন না। তবে চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একজন মহিলা ও তাঁর মেয়েকে গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তিনি বলেন, যেহেতু ঐ মহিলার ছেলে আরিফ হোসেন চেয়ারম্যানকে হত্যা করেছে, আর ঐ মহিলা এবং তাঁর মেয়ে হত্যাকারীকে প্রশ্রয় দিয়েছে তাই তাঁদের ধরে আনা হয়েছিল। তিনি তাঁদেরকে গ্রেপ্তার দেখিয়ে কুষ্টিয়া আমলী আদালত-৩ এ চালান দিয়েছেন। তিনি নির্যাতন করেননি বলে জানান। তিনি আরো বলেন, অধিকার যেন এই বিষয়টি নিয়ে কাজ না করে। কারণ তাতে পুলিশের কাজে বাধার সৃষ্টি হতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ

অধিকার ২১ ও ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ এই ঘটনার তথ্যানুসন্ধান করে এবং এরপর ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ মা ও মেয়ের নির্যাতনের খবর সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে আদালতে মা ও মেয়ে হাজিরা দিতে যায়। আদালত মা ও মেয়েকে অব্যাহতি দেয়। এসময় পুলিশ সদস্যরা ৯ নম্বর আমবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ নুরুল ইসলাম হত্যা মামলার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত মা ও মেয়েকে ছাড়া যাবে না মর্মে আদালতে আবেদন করলে আদালত পুনরায় তাঁদের কুষ্টিয়া জেলা কারাগারে পাঠান।

১ অক্টোবর ২০১২ বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি মুহাম্মদ খুরশিদ আলম সরকার এর সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সুমাইয়া সুলতানা সীমা ও আলেয়া

আক্তার এর ওপর নির্যাতনের জন্য দায়ীদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেয়া হবেনা- জানতে চেয়ে রুল জারি করেছেন। স্বরাষ্ট্র সচিব, পুলিশের আইজি, খুলনা অঞ্চলের ডিআইজি এবং খোকসা থানার ওসিকে ১০ দিনের মধ্যে এ রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে। এছাড়া হাইকোর্ট মা-মেয়েকে পুলিশ হেফাজতে নির্যাতন ও হয়রানির অভিযোগে কুষ্টিয়ার খোকসা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে তলব করেছে। ৩০ অক্টোবর ২০১২ চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সুমাইয়া সীমা ও তাঁর মাকে জামিন দেয়।